সাতদিন

১৩ জুন : কুমিল্লা ও রাজশাহীর বাগমারায় পুলিশের গুলি ও গণপিটুনিতে ৪ জন এবং কুষ্টিয়ায় ক্রসফায়ারে ১ জন নিহত হয়।

দাউদকান্দিতে গণপিটুনি ও পুলিশের গুলিতে ৩ ডাকাত নিহত এবং ২ জন আটক।

১৪ জুন : খিলগাঁও কাঁচাবাজার এলাকায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণে এক অগ্নিকান্ডে ৫-৬টি দোকান ভস্মীভূত।

১৫ জুন : কেশবপুর উপজেলার কপোতাক্ষবিধৌত মির্জানগর গ্রামের খালধারপাড়ায় ভূমিতে ফাটল ধরে। ফাটলটির প্রায় ২০০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৭ ইঞ্চি প্রস্থ এবং গভীরতা ৮/১০ ফুট।

১৬ জুন : খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি সেনা জোনের কেয়াংঘাট ক্যাম্পের একটি সেনা টহলদল অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত একটি একে-৪৭ রাইফেলসহ বেশকিছু গোলাবারুদ, সামরিক সরঞ্জাম ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল উদ্ধার করে।

১৭ জুন : শিশু একাডেমী চত্বরে দু'দিনব্যাপী ফল প্রদর্শনী শুরু।

সাভারের আমিনবাজারে র‍্যাব-৪ সদস্যরা বড়দেশী গ্রামের বৈশারটেক এলাকা থেকে একটি শক্তিশালী গ্রেনেড উদ্ধার করে।

১৮ জুন : গাড়ি কেলেঙ্কারিতে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন পদত্যাগ করেন।

জিয়া বিমানবন্দর থেকে ৫০ লাখ টাকার মোবাইল সেট আটক।

১৯ জুন : জুয়েলারি দোকানে এক কর্মচারীদের কাছ থেকে ১২ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের সময় ঢাকা কলেজের দুই ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার।

ছাত্রদল আর কী করবে

ছাত্ররাজনীতি এখন মূল দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেখা যায়, মূল দল ছাত্রদলগুলোকে ভালোর চাইতে খারাপের দিকেই ধাবিত করছে। যার ফলে কোনো ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী অন্যায় করলে মূল দলের নেতারা এর পক্ষে সাফাই গাইতে থাকেন

ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে ১২ লাখ টাকা ছিনতাইকালে হাতেনাতে ধরা পড়ে ছাত্রদলের তিন নেতা। ১৯ জুন রোববার বিকেলে ছিনতাইয়ের এ ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর ব্যস্ততম বিজয়নগর মোড়ে।

অভিযুক্ত ছাত্রনেতারা হলো ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, ছাত্রদলের ঢাকা কলেজ শাখার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক গোলাম ওয়াহাব লিটন এবং ঢাকা কলেজ শাখার ছাত্রদলের সংস্কৃতি বিষয়কসম্পাদক আজিজুল হক।

ছাত্ররাজনীতির ছত্রছায়ায় ছাত্রনেতাদের এ রকম ঘটনা আমাদের দেশে এটাই প্রথম নয়। গত আওয়ামী লীগের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল শাখার সভাপতি ছাত্রলীগের শফিক দলবলসহ শিক্ষা ভবনে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। এ থেকে এটাই স্পষ্ট, ছাত্রনেতারা রাজনীতির নামে চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্মে জড়িত। সম্প্রতি এ ঘটনায় এটাই প্রমাণ হয়, ছাত্ররাজনীতিতে পচন ধরেছে। এর দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে দিকে দিকে।

ছাত্ররাজনীতি এখন মূল দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেখা যায়, মূল দল ছাত্রদলগুলোকে ভালোর চাইতে খারাপের দিকেই ধাবিত করছে। যার ফলে কোনো ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী অন্যায় করলে মূল দলের নেতারা এর পক্ষে সাফাই গাইতে থাকেন। স্পষ্টতই দেখা যায়, নেতারা ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় থাকা সন্ত্রাসীদের আড়াল করে থাকেন। আমরা এ বিষয়টিরই সমালোচনা করছি। কোনো ছাত্রনেতা অন্যায় করলে তার যদি শাস্তি হতো, তাহলে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা নিতো। আমরা চাই ছাত্রনেতা নামধারী সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত বিচার হোক।

উপনির্বাচন

দলীয় কোন্দলে বিএনপি

নরসিংদী-১, ফরিদপুর-১ এবং সুনামগঞ্জ-৩ আসনের উপনির্বাচনকে ঘিরে ক্ষমতাসীন বিএনপির দলীয় কোন্দল চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে উপনির্বাচন বর্জন করেছে। ফাঁকা ময়দানে একক নির্বাচন করতে গিয়ে বিএনপি দলীয় কোন্দলে জর্জরিত। বিএনপির হাইকমান্ড ইতিমধ্যে নরসিংদী-১ আসনের ৪ বিদ্রোহী প্রার্থীকে ডেকে প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করলেও ভেতরে ক্ষত রয়েই গেছে।

নরসিংদী-১ : বিএনপি থেকে জাতীয় সংসদের নরসিংদী-১ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন সামছুদ্দিন আহমেদ এছহাক। তার অকাল মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছে। ২২ জুন এ আসনে উপনির্বাচন। বিএনপি এখানে দলীয় কোন্দলে জর্জরিত। ইতিমধ্যে দলীয় মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়ার সঙ্গে ফলপ্রসু আলোচনা করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে মেজবাহ উদ্দিন ইয়ান, মিঞা মোহাম্মদ সেলিম, বিজি রশিদ নওশের, হারুণ অর রশীদ হারুণ। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এলেও বিদ্রোহী প্রার্থীরা দলের মনোনীত প্রার্থী ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবীর খোকনের পক্ষে সক্রিয়ভাবে মাঠে নামেনি। এ আসনে স্বতন্ত্রপ্রার্থী শাহাদাত হোসেন মুন্নাকে গোপনভাবে সহযোগিতা করছে বিএনপি বিদ্রোহী প্রার্থীরা। এছাড়া চর অঞ্চল এবং আওয়ামী ভোট পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতিমধ্যে ৯২টি কেন্দ্রে ৯২ জন প্রিজাইডিং অফিসার, ৪৫৩ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখানে অন্যান্য প্রার্থীরা হলেন কৃষক সাদেক, স্বতন্ত্র সিরাজ মিয়া এবং জাতীয় পার্টির আলহাজ শফিকুল ইসলাম।

ফরিদপুর-১ : জাতীয় সংসদের ফরিদপুর-১ আসন থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সাংসদ ছিলেন কাজী সিরাজুল ইসলাম। সম্প্রতি দল বদল করে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন। যার ফলে আসনটি শূন্য হয়। এ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে বিএনপি বেশ বেকায়দায় পড়েছে। পদত্যাগকারী স্বর্ণব্যবসায়ী কাজী সিরাজুল ইসলাম দলের মনোনয়ন পাবার ব্যাপারে আশাবাদী। এছাড়া বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শাহ মোঃ আবু জাফর এবং সাবেক ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান মনির মনোনয়ন প্রত্যাশী। শাহ মোঃ আবু জাফর দল বদলকারী কাজী সিরাজুল ইসলামকে স্বর্ণ চোরাচালানকারী, দুর্নীতিবাজ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হিসাবে আখ্যায়িত করে সাংবাদ সম্মেলন করেছেন। তিনি নির্বাচন করবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। ফলে কোন্দল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

সুনামগঞ্জ-৩ : প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সামাদ আজাদের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছে। আগামী ২০ জুলাই এ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র গ্রুপিং। আসনটি হতে মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে বিএনপি এবং ইসলামী ঐক্যজোটের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব চলছে। ইসলামী ঐক্যজোট সাংবাদ সম্মেলন করে ২০০১ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শাহীনূর পাশা চৌধুরীকে উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাবার চেষ্টা করে দলীয় কোন্দলে লিপ্ত হয়েছে এমএ মালেক খান, সাবেক অর্থ প্রতিমন্ত্রী ফারুক রশীদ চৌধুরী, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জয়নুল জাকেরিন প্রমুখ।

সাংবাদিকদের জন্য বিসিডিজেসি'র সহায়তা

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি) দেশের বিপদগ্রস্ত, নির্যাতিত বা হয়রানির শিকার সাংবাদিকদের বিভিন্ন রকম সহায়তা দেয়ার জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ঢাকাস্থ ডেনমার্ক দূতাবাসের সহযোগিতায় পরিচালিত এ কার্যক্রমে জরুরি সাহায্য, চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং আইনি সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

দেশী, বিদেশী, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় মাধ্যমে কর্মরত যেসব সাংবাদিক কোনো সরকারি বা প্রাইভেট বাহিনী, রাজনৈতিক বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, নিষিদ্ধ বা গুপ্ত সংগঠন দ্বারা সত্যি সত্যি হেনস্থা হচ্ছেন বা এক্ষুণি বিপদগ্রস্ত বা এ রকম হুমকির শিকার এবং সেটা যদি হয়ে থাকে নিম্নলিখিত নিষয়গুলোর যেকোনো এক বা একাধিক কারণে। যেমন : ক. প্রকাশিত/প্রচারিত প্রতিবেদন/ রচনা/ সম্পাদকীয়/ কলাম/ ছবি। খ. সাংবাদিকতার কাজ যথা : তথ্যানুসন্ধান, কেসস্টাডি। গ. প্রেস ফ্রিডম সম্পর্কিত কাজ অথবা খবরের সূত্রের নিরাপত্তা বিধান।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো ঘটলে বা ঘটে থাকলেই একজন সাংবাদিক বা তার পরিবার অথবা তার ওপর নির্ভরশীলরা বিসিডিজেসি'র এ সহায়তা পাবার জন্য আবেদন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন।

যোগযোগের ঠিকানা : মাইনুল ইসলাম খান
যুগ্ম পরিচালক, বিসিডিজেসি
৭৭ সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২০৫৩৯ (অফিস), ০১৮৯-২৩৮৬৬১ (মোবাইল), ফ্যাক্স : ৯৬৭০৭৪৩
ই-মেইল : bcdjc@citechco.net

লিগ্যাল নোটিশ

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাডভোকেট আবু মোহাম্মদ সেলিম আমার মোয়াক্কেল মোঃ রোকন উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও আদিষ্ট হইয়া আপনাদের এই মর্মে নোটিশ প্রদান করতেছি যে, আপনারা পরস্পর যোগসাজশে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশেষভাবে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা ও কর্মীদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত সুনাম ও খ্যাতি নষ্ট করার মানসে সমাজে তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ এক কথায় সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠিত মানসসম্মান ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সাপ্তাহিক ২০০০, ১০ জুন ২০০৫-এর সংখ্যায় প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের পরিকল্পনায় অধ্যাপক ইউনুস হত্যাকাণ্ড' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আমার মোয়াক্কেলের সংগঠনকে অধ্যাপক ইউনুস হত্যার পরিকল্পনাকারীসহ '৮১ সালের পর হইতে প্রগতিশীল শিক্ষক বা ছাত্রদেরকে শিবিরই হত্যা করেছে মর্মে একটি মনগড়া, আজগুবি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। উল্লিখিত প্রতিবেদনে মতিহার থানার ওসি কর্তৃক খুনিদের কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারেনি এবং 'ওরা আসলে পেশাদার সন্ত্রাসী, সব দলের হয়ে কাজ করছে' উদ্ধৃত দেয়ার পরেও এবং হত্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো পরিষ্কার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই আপনাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কথার মারপ্যাঁচে ইনিয়ে-বিনিয়ে বার বার শিবির কর্মীদের সন্ত্রাসী, হত্যাকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস পাইয়াছে। আপনাদের প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে নিষিদ্ধ পার্টির বক্তব্যের বিশ্লেষণ থেকে যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে আপনাদের সাথে নিষিদ্ধ ঘোষিত পার্টির সন্ত্রাসীদের সাথে ব্যক্তিগত গোপন যোগাযোগ আছে। আপনারা উল্লিখিত প্রতিবেদনে শুধু মনগড়া বক্তব্যই নয়, মিথ্যাচারেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কেননা আপনারা আমার মোয়াক্কেলের সংগঠনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতির সাথে কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই তার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়া আপনারা ক্রসফায়ারের তালিকায় শিবিরের সন্ত্রাসীরা আছে মর্মে র‍্যাবের রাজশাহী অঞ্চলের হেডকোয়ার্টারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আইন অনুযায়ী কোন বিধিবদ্ধ সংস্থা কোনো ব্যক্তির হত্যার তালিকা তৈরি করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে র‍্যাবও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো কারণ নেই। কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে বা গ্রেপ্তারকৃত আসামি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হেফাজতের থেকে পলায়নকালে উভয় পক্ষের আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণকে ক্রয়ফায়ার বলা হয়। যাই হোক উল্লিখিত প্রতিবেদনে আপনারা একই ধরনের বহুবিধ মিথ্যা বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এবং তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠিত কোনো ন্যূনতম অপরাধের অভিযোগ শিবিরের কোনো নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে আদালতে প্রমাণিত হয়নি। অন্যদিকে শিবিরের নেতা-কর্মীদের হত্যার প্রমাণ হওয়ায় অনেকেরই শাস্তি আদালত দিয়েছে। সে যাই হউক উল্লিখিত প্রতিবেদনে আমার মোয়াক্কেলের সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিশেষভাবে তাহার নিজের অর্থাৎ আমার মোয়াক্কেলের সমাজে প্রতিষ্ঠিত সুনাম ও খ্যাতি নষ্ট করা হয়েছে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত আমার মোয়াক্কেলের মানসম্মানের হানি ঘটিয়েছে যাহার জন্য আপনারা একক ও যৌথভাবে দায়ী হইতেছেন হেতু আমার মোয়াক্কেলের পক্ষে আপনাকে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেছি যে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির সাত (৭) দিনের মধ্যে আপনার উল্লিখিত পত্রিকা এবং জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আমার মোয়াক্কেলের নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। ব্যর্থতায় নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর আমার মোয়াক্কেল আপনাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হইবে। অত্র নোটিশের এক কপি ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে আমার সেরেস্তায় সংরক্ষিত রহিল।

নোটিশ প্রদানকারী
আবু মোহাম্মদ সেলিম, অ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, রাজশাহী

শতাধিক মাদকসম্রাট খুবলে খাচ্ছে খুলনা

থেমে নেই খুলনার মাদক ব্যবসা। শতাধিক মাদকসম্রাট খুবলে খাচ্ছে খুলনার যুবসমাজকে। প্রতিদিন নিত্যনতুন কৌশলের মাধ্যমে তারা চালিয়ে যাচ্ছে এ জমজমাট ব্যবসা। মাদকসেবীদের কাছে বাহকের মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছে হেরোইন, ফেনসিডিল, চোলাই মদ, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিদেশী ভেজাল মদ, গাঁজাসহ নানা ধরনের মাদকসামগ্রী। র‍্যাব আতঙ্কে তারা নতুন ক্রেতার কাছে মাদকদ্রব্য বিক্রি করছে না।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, খুলনায় র‍্যাবের অভিযানের মধ্যেও ৪ জন ওয়ার্ড কমিশনারসহ শতাধিক মাদকসম্রাটের নেতৃত্বে মাদক ব্যবসায়ীরা নগরীর শতাধিক পয়েন্টে বিভিন্ন কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে মানব ঘাতক এ মাদক ব্যবসা। আর এ মারণ নেশাসামগ্রী বিক্রি করে একেকজন মাদকসম্রাট প্রতি মাসে আয় করছে লাখ লাখ টাকা। খুলনা মহানগরীর স্টেশন রোডের বার্মাশীল, ৪ ও ৫ নং ঘাট, হেলাতলা, নতুন বাজার চরবস্তি, শিল্প ব্যাংক ভবনের পেছনের বস্তি, সিমেট্রি রোড, পিটিআই মোড়ের ধোপাবাড়ী, টুটপাড়া, শেখপাড়া, গোবরচাকা, গোবরচাকা মধ্যপাড়া, সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড, সোনাডাঙ্গা ট্রাক টার্মিনাল, নবপল্লী, গল্লামারী, বয়রা, শ্মশানঘাট, খালিশপুর অন্ধ কলোনি, কাশীপুর, বাস্তুহারা কলোনি, দৌলতপুর কাঁচাবাজার, পাবলা, রেলিগেট, ফুলবাড়ীগেট, চিত্রালী বাজার, নয়াবাটি, সদর হাসপাতাল এলাকা, মেডিকেল কলেজ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শতাধিক স্পটে বিভিন্ন কৌশলে মাদকদ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। তবে পুলিশের খাতায় রয়েছে ৬৯টি মাদক বিকিকিনির স্পট। নগরীর স্টেশন রোডের বার্মাশীল এলাকায় রেলওয়ের জমি ভাড়া নিয়ে কমপক্ষে ৩০টি ঘরে মাদক ব্যবসা চলছে। এখানে চোলাই মদ, দেশী মদ ও গাঁজা বিক্রি হয়। এ এলাকার মাদকসম্রাজ্ঞী বলে পরিচিত রানী ও তার স্বামী হারুনের নেতৃত্বে লিলি, দীপচরণ ও গঙ্গাসহ ২০ জন মাদক ব্যবসায়ী এ ব্যবসা চালাচ্ছে। খুলনা সদর থানা ও সদর ফাঁড়ি থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে হেলাতলায় রয়েছে বাংলা মদের বিশাল হাট। কয়েকজন অসাধু পুলিশ ও তাদের সোর্সদের সহযোগিতায় এখানে লচমি, কালু, অশোক অবাধে এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন, তারা একাধিকবার প্রশাসনের কাছে মাদক ব্যবসা বন্ধের দাবি জানিয়েও কোনো প্রতিকার পাননি।

নগরীর পিটিআই মোড়ের ধোপাবাড়ী এলাকা মাদকদ্রব্য বিক্রির অন্যতম ঘাঁটি। এখানে মাসি বলে পরিচিত ৪-৫ জন মাদকসম্রাজ্ঞী হেরোইন, গাঁজা ও ফেনসিডিল বিক্রি করে। ২০০৩ সালের ১০ জানুয়ারি পুলিশের সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ীদের মাসোহারা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ওই দিন মাদক ব্যবসায়ীরা পুলিশের ওপর বোমা হামলা চালালে ৩ কনস্টেবল ও এক রিকশাচালক আহত হয়।

সিমেট্রি রোডের মুড়িপট্টি এলাকা মাদক বিকিকিনির নিরাপদ স্থান। নতুন বাজার চরবস্তি এলাকা মাদকদ্রব্য বিক্রির অন্যতম ঘাঁটি। এখানে গাঁজা ও ফেনসিডিল বিক্রি হয়। এ স্পটে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে পাগলা নূর ইসলাম,

> র‍্যাবের অভিযানের মধ্যেও ৪ জন ওয়ার্ড কমিশনারসহ শতাধিক মাদকসম্রাটের নেতৃত্বে মাদক ব্যবসায়ীরা নগরীর শতাধিক পয়েন্টে বিভিন্ন কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে মানব ঘাতক এ মাদক ব্যবসা

আকাম ওরফে আকা ও বেণীসহ ৪-৫ জন মাদক ব্যবসায়ী। নগরীর শিল্প ব্যাংক ভবনের পেছনের বস্তি এলাকা মাদকদ্রব্য কেনাবেচার বিশাল ঘাঁটি। এখানে মাদকসম্রাজ্ঞী হিসেবে খ্যাত মোটা রিজি, বেগম, রুবি ও বোবেলা। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এখানে হেরোইন, ফেনসিডিল ও গাঁজা বিক্রি হয়। ওয়ার্ড কমিশনার আনিছুর রহমান বিশ্বাস এ এলাকার মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে।

শেখপাড়া বাজার, চামড়াপট্টি ও লোহাপট্টি মাদক ব্যবসার নিরাপদ ঘাঁটি। কুট্টি ওরফে কুট্টি মিয়া, বাদল ও কামালসহ কয়েকজন মাদকসম্রাট মাদকদ্রব্যের বিশাল এ ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণ করে। সোনাডাঙ্গা থানার এসআই এমদাদ ও সাব্বির এখান থেকে নিয়মিত বখরা নিয়ে থাকে। এলাকাবাসী পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় মাদক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেও কোনো সুফল পায়নি।

নগরীর টুটপাড়া এলাকায় রয়েছে মাদকের মাঝারি হাট। এখানে মাদকসম্রাট হিসেবে পরিচিত জোড়াকল বাজারের কসাই রেজাউল। সে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী বাদশা ও সুমনকে দিয়ে টুটপাড়া বাজারসহ ওই অঞ্চলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ভাসমানভাবে হেরোইন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম বানিয়াখামার-বসুপাড়া এলাকায় রয়েছে মাদক ব্যবসায়ীদের বিশাল নেটওয়ার্ক। এখানে সকাল-সন্ধ্যা ফেনসিডিল, হেরোইন, মদ ও গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য কেনাবেচা হয়। এখানে মাদক ব্যবসায়ীদের মূল হোতা মোহাম্মদ ওরফে ডিস মোহাম্মদ।

জেলা পুলিশ লাইনের মাত্র ২০ গজ দূরে রয়েছে মাদকসম্রাট সরোয়ার ওরফে সরোর একটি ভেজাল মদের কারখানা। এখানে অবাধে চোলাই মদ, কেরু, হুইস্কি, ব্রান্ডি বিয়ারসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়। সোনাডাঙ্গা বাস ও ট্রাক টার্মিনাল এলাকায় রয়েছে মাদক কেনাবেচার বিশাল ঘাঁটি। এছাড়া বয়রা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা, গল্লামারী, খালিশপুর, পিপলস জুট মিলস এলাকা, কাশীপুর, চিত্রালী বাজার, নয়াবাটি, দৌলতপুর, রেলিগেট, ফুলবাড়ী গেট এলাকায় মাদকের রয়েছে বেশ কয়েকটি স্পট। মাদক ব্যবসায়ীদের অনুচররা র‍্যাব ও পুলিশের গাড়ি দেখলেই সংকেত পাঠিয়ে দেয়। ফলে মাদক ব্যবসায়ীদের দ্রুত সটকে পড়ে। যার কারণে তারা র‍্যাব ও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পাশের দেশ থেকে যশোর, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা হয়ে হেরোইনসহ যেসব মাদকদ্রব্য খুলনায় আসে তা নৌ ও সড়কপথে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। অভিযোগ রয়েছে, মাদক ব্যবসায়ীরা সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একশ্রেণীর অসাধু সদস্যের যোগসাজশ থাকায় এ অবৈধ ব্যবসা করতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশ বাহিনী মাঝেমধ্যে অভিযান চালিয়ে কিছু মাদকদ্রব্য আটক করলেও আইনের ফাঁক গলিয়ে অতি অল্প সময়ে বেরিয়ে আসে মাদক ব্যবসায়ীরা। তবে যে পরিমাণ মাদকদ্রব্য এ অঞ্চলে আসে সে তুলনায় উদ্ধার খুবই কম। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ইরতাজ আলম গত ৫ মাসে কি পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও ক'জন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হয়েছে তা জানাতে পারেননি।

কেএমপির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এম আকবর আলী ২০০০কে বলেন, খুলনা মহানগরীতে মোট ৬৯টি মাদক স্পট রয়েছে। প্রতিদিন কোনো না কোনো স্পটে পুলিশের অভিযান চলছে। তাছাড়া এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পাড়া-মহল্লায় মাদক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অচিরেই খুলনা মহানগরী থেকে মাদক ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হবে।

শুভ্র শচীন, *খুলনা থেকে*